দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্ক্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না।

সূরা আল ইমরান ৬৯

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ২৯ আগস্ট ২০২৬ ॥ ১৫ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ॥ ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৮৫ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আইন পেশায় সফলতা পেতে অর্থের পেছনে না ছোটার আহ্বান আইনমন্ত্রীর

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আইনজীবী হিসেবে সফল হতে হলে অর্থের পেছনে না ছুটে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন ২ এর পাতায় দেখুন

আইসিজের মামলায় স্বেচ্ছা তহবিলে অবদান রাখতে ওআইসিকে অনুরোধ বাংলাদেশের

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২ এর পাতায় দেখুন

সরকার ফ্যাসিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফেরানোর চেষ্টা করছি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সরকার ফ্যাসিজমের দিকে ২ এর পাতায় দেখুন

সরকার ভুল পথে গেলে বিএনপির পাশাপাশি বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে: সারজিস

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সরকার সঠিক পথে না থাকলে শুধু সরকার বা বিএনপি নয়, পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ২ এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের জন্য কেন এত উদগ্রীব ভারত

কীর্তনখোলা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যেন ভারত সফর করেন সেটি গত কয়েকদিন ধরেই চাইছে ভারত। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জয় পায় তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তাকে আমন্ত্রণ জানায় নয়াদিল্লি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সংবাদমাধ্যম বিবিসি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের চেষ্টা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে শুক্রবার (২৮ আগস্ট)। এতে ভারতের রাষ্ট্রপতির দপ্তরের একটি বার্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়ছিল, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রেসিডেন্ট গার্ডদের রিহার্সালের জন্য গার্ডদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তবে ওই সময় তারেক রহমানের সফর চূড়ান্তও হয়নি। বিবিসি বলেছে, এই বার্তার মাধ্যমে তারেক রহমানকে নয়াদিল্লি নেওয়ার জন্য ভারতের চেষ্টার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতির দপ্তর পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই বার্তা প্রত্যাহার করে নেয়। কেন তারেক রহমানকে নয়াদিল্লিতে চায় ভারত- বিবিসি বলেছে, ভারত তার পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশী বাংলাদেশের নেতার সফর নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। এরসঙ্গে বর্তমান সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গত নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়ার পর এটি তার প্রথম ভারত সফর হবে। বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে আরও বলেছে, ২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে ভারতের দীর্ঘদিনের মিত্র শেখ হাসিনার পতনের পর গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাংলাদেশে নতুন একটি রাজনৈতিক যুগের সূচনা করেছে। ওই ৩ এর পাতায় দেখুন

৩১ অবৈধ অ্যাপে লেনদেন না করতে সতর্ক করলো গোয়েন্দা সংস্থা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সহজ শর্তে দ্রুত ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে পরিচালিত অনুমোদনহীন মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম থেকে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে অ্যাপস বা ঋণদাতা প্ল্যাটফর্ম থেকে ঋণ না নেওয়ার জন্য সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) বিএফআইইউ-এর পক্ষ থেকে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। বিএফআইইউ জানিয়েছে, বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক গ্রুপের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। এসব অননুমোদিত অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, মোবাইল ফোনে থাকা যোগাযোগের তথ্য, ছবি এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করছে। ২ এর পাতায় দেখুন

উজিরপুরের সাতলার বিলে লাল শাপলায় মুগ্ধতা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

শরতের নীল আকাশ, মিঠে রোদ আর দিগন্তজোড়া জলরাশির বুকে ফুটে থাকা হাজারো লাল শাপলা। দেখে মনে হয়, সবুজের ক্যানভাসে প্রকৃতি নিজ হাতে এঁকেছে লাল রঙের ছবি। ভোরের আলোয় সাতলার বিল যেন হয়ে ওঠে কবিতার পংক্তি 'জলের বুকে লাল শাপলা, চারপাশে সবুজের মেলা।' বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ জলাভূমির এই দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন প্রকৃতিপ্রেমী ও দর্শনার্থীরা। ইউনিয়নের সাতলা, উত্তর সাতলা, পূর্ব সাতলা, মুড়িবাড়ি, পটিবাড়ি ও আলামদি গ্রামের বিলজুড়ে লাল শাপলার সমারোহ। ভোরের সূর্যের আলো পানিতে পড়তেই ফুটে ওঠে শাপলার সৌন্দর্য। বরিশাল শহর থেকে সড়কপথে সাতলা বিলের দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। বর্ষা ও শরৎ মৌসুমে ৩ এর পাতায় দেখুন

হামের উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেলো আরও ৫ শিশুর

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে এখন পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬০ জনে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হামে ২ এর পাতায় দেখুন

নতুন দায়িত্বে উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনের সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) করার পর এবার তাকে (জহির উদ্দিন স্বপন) আরও একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন দায়িত্ব হিসেবে তাকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জহির উদ্দিন স্বপনকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। পরে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। জানা গেছে, পূর্বে এ দায়িত্বে ছিলেন আবদুল মঈন খান। তিনি স্থানীয় সরকারমন্ত্রী হওয়ায় সভাপতির পদটি শূন্য হয়। এদিকে বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তার ২ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের স্টিয়ারিংয়ে জালেম ধোঁকাবাজেরা বসেছে
চরমোনাই পীর

কীর্তনখোলা ডেস্ক

স্বাধীনতার ৫৫ বছর ধরে দেশের স্টিয়ারিংয়ে জালেম ও ধোঁকাবাজেরা বসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর সৈয়দ রেজাউল করীম। শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৫ বছর চলছে উল্লেখ করে ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, 'এই ৫৫ বছরে জনগণ যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করল, সেটা হলো না আর স্টিয়ারিংয়ে বসে গেল জালেমরা, ধোঁকাবাজেরা। যাদের ভেতরে নৈতিকতা নাই, আদর্শ নাই, যাদের ভেতরে আমাদের শিক্ষকদের প্রাণের দাবি উপলব্ধি করার মতো অবস্থান নাই।' শিক্ষকদের উদ্দেশে সৈয়দ রেজাউল ২ এর পাতায় দেখুন

একজন আশংকাজনক
বাবুগঞ্জে অ্যাম্বুলেন্স-প্রাইভেটকার সংঘর্ষ, আহত ৪

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি

বরিশালের বাবুগঞ্জে অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের রাকুদিয়া নতুনহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, বরিশাল থেকে ঢাকাগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স রোগী নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় যানবাহনের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ইঞ্জিনসহ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন
বরিশাল বিভাগীয় কমিটি গঠন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বরিশাল বিভাগীয় কমিটি গঠন, নবগঠিত কমিটির শপথ গ্রহণ এবং এক বর্ণাঢ্য মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ আগস্ট শুক্রবার বরিশাল নগরীর কীর্তনখোলা মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ড.এল এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। ২ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে নদীর পাড়ের ব্লক নির্মাণে ব্যবহৃত পাথর

আমতলী প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলীতে পায়রা নদীর ২৫০ মিটার ব্লক নির্মাণে ১২ হাজার ঘণফুট ব্যবহৃত পাথর আনা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা এমন অভিযোগ করেছেন। ঘটনা ঘটেছে আমতলী উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া এলাকার ২০ নং প্যাকেজে। জানাগেছে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরগুনা পানি উন্নয়ন পায়রা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গণ রোধে ব্লক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। বোর্ড ৪৪/ বি পোল্ডারে ৩০০০ মিটার ব্লক নির্মাণে ১৩ টি প্যাকেজে কাজ পায় বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। গত দুই বছরে বেশ কয়েকটি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ২০ নং প্যাকেজ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ মিটার নদীতে ব্লক নির্মাণ কাজ পায় ২ এর পাতায় দেখুন

টিকটক থেকে প্রেম, ১২ লাখ টাকা হারিয়ে নিঃস্ব সৌদিপ্রবাসী

মুলাদী প্রতিনিধি

সৌদি আরবে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থ পরিবারের কাছে পাঠানোর কথা। অথচ টিকটকে পরিচয়ের পর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে প্রায় তিন বছরে সেই অর্থের ১২ লাখ টাকা এক নারীর কাছে পাঠিয়েছেন বরিশালের মুলাদীর সৌদি প্রবাসী মোস্তাক আহমেদ (৪০)। পড়াশোনার খরচ ও স্বজনদের অসুস্থতার কথা বলে ওই নারী ধাপে ধাপে টাকা নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। টাকা নেওয়ার পর গত এক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সর্বস্ব হারানোর পর এখন সৌদি আরবেও চরম বিপাকে পড়েছেন মোস্তাক আহমেদ। তাঁর অংশীদারত্বের খাবারের হোটেল ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে শেষ হয়েছে আকামার ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর রাতে ছাত্রদলের বিশৃঙ্খলা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

গভীররাতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি) শেরে বাংলা হলে ছাত্রদলের কতিপয় নেতাকর্মী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলকর্মী রাহি ইসলাম শুমনের সাথে ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান সিফাতের বাকবিতন্ডাকে কেন্দ্র করে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রাহি ইসলাম শুমনও ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে যুক্ত কিন্তু তার কোনো পদ নেই বলে জানাগেছে। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাত ২টার দিকে শেরে বাংলা হলের নিচে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাহি ইসলাম শুমনের সাথে বিশৃঙ্খলায় জড়ায় ছাত্রদল সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান সিফাতসহ ৮-১০ জন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এসময় সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কিছু শিক্ষার্থীও উপস্থিত হন। বিশৃঙ্খলার সময়, ছাত্রদল সভাপতি মো. মোশাররফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি রকি ২ এর পাতায় দেখুন

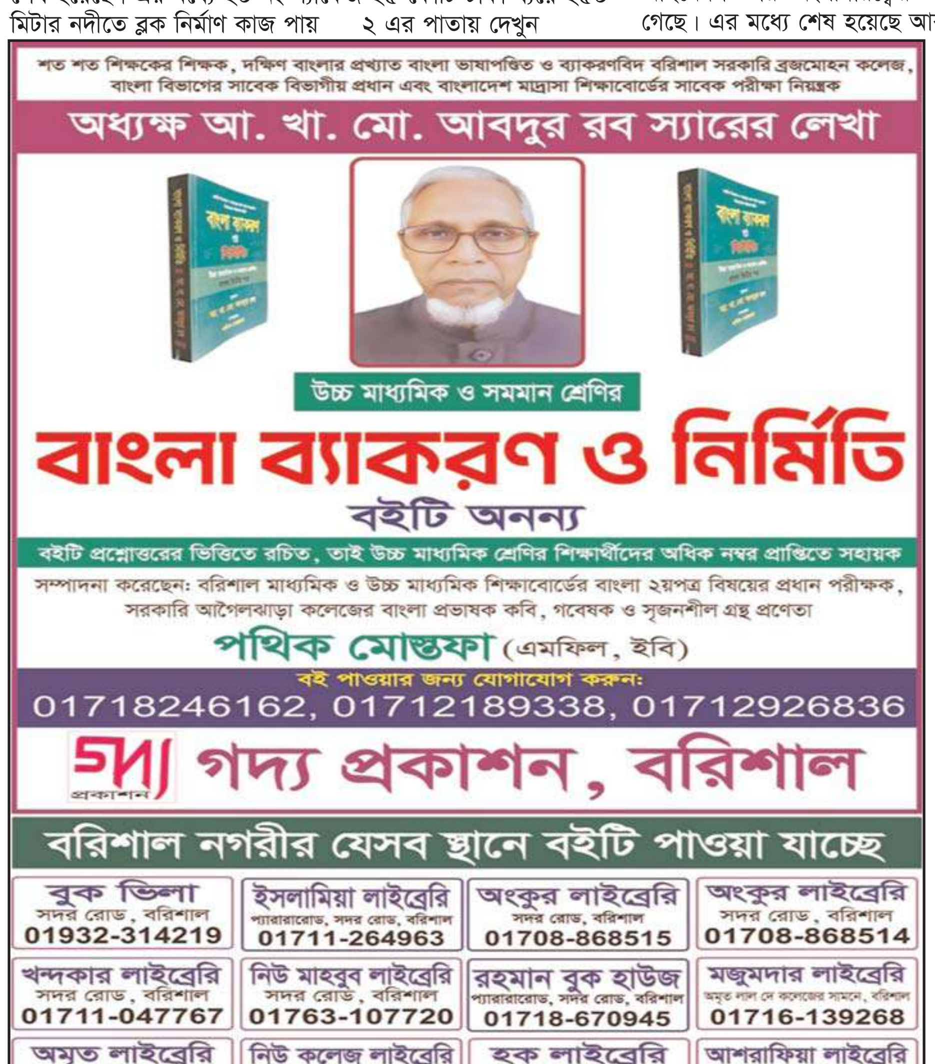

বিশ্বনবী সা. গোটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে এসেছিলেন
পটুয়াখালীতে অ্যাড. হেলাল

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নন, বরং তিনি পুরো মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে এসেছিলেন। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে যখন নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না, সমাজজুড়ে নির্যাতন ও অরাজকতা চরম আকার ধারণ করেছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্ববাসীর মুক্তিরদূত হিসেবে প্রেরণ করেন।" পটুয়াখালী ইসলামিক ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পটুয়াখালী জেলা শাখা আয়োজিত 'সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সুধী সমাবেশ'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি ও বরিশাল অঞ্চল পরিচালক অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল। ?শুক্রবার (২৮ আগস্ট) আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মো. নাজমুল আহসান। এতে জেলার বিভিন্ন স্তরের ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

অ্যাপভিত্তিক ঋণে প্রতারণা

অত্যাধুনিক নানা প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আমাদের চলাফেরা অনেক সহজ হয়েছে। অফিস-আদালতের কাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। এতে সময় যেমন বেঁচেছে, কাজেও এসেছে গতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন অ্যাপ এখন অনেকের দীর্ঘ সময়ের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, এই প্রযুক্তিই এখন প্রতারকচক্রের কাছে মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, মোবাইলে অ্যাপভিত্তিক ঋণ নিয়ে বহু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। বেশ কিছু অ্যাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা আইন মানছে না, এসবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, অ্যাপগুলো সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে থাকে। সাধারণ লোকজনও সহজে ঋণ পাওয়ার আশায় এসব অ্যাপের দ্বারস্থ হয়। ঋণ গ্রহণের অংশ হিসেবে নানা তথ্য যুক্ত করতে হয়। এর পরই অ্যাপ কর্তৃপক্ষ আর কথামতো আচরণ করে না। নানা অজুহাতে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে থাকে। আবার কেউ যদি সেই টাকা দিতে না চায়, তাহলে ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়াসহ নানাভাবে জিম্মি করা হয়। এমন এক ভুক্তভোগী রাজধানী মিরপুরের সাঈদ মিয়া। জরুরি প্রয়োজনে তিনি একটি অ্যাপ থেকে ২৪ হাজার টাকা ঋণ নেন। এক সপ্তাহ পরই অ্যাপে সুদসহ তাঁর বকেয়া দেখানো হয় ৮১ হাজার টাকা। এরপর তিনি ৫৪ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকি অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালে ভয়ভীতি দেখানো হয়। শুধু সাঈদ মিয়া নন, এমন প্রতারণার শিকার বহু মানুষ। অ্যাপগুলো ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের প্রচার-প্রসার করে থাকে। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বানিয়ে মানুষের চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর্থিক অনটনে থাকা মানুষ এসব ফাঁদে পা দেয়। খবরে একটি অ্যাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেটির পরিচালনাকারীদের নির্দিষ্ট কার্যালয় বা স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত নেই। অথচ গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্লে স্টোরে আসা অ্যাপটি এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখের বেশিবার ডাউনলোড করা হয়েছে। জানা গেছে, বাজারে অন্তত ৩০টি অ্যাপ রয়েছে, যারা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অথচ অনুমোদন ছাড়া ঋণ বিতরণ এবং নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর্থিক সেবার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করা আইনসিদ্ধ নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে বৈধভাবে ঋণ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অনুমোদিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত জুন মাসে ব্যাংক ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতে বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। আর মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) ২০২৪ সালের জুনের হিসাব অনুযায়ী, ক্ষুদ্রঋণের স্থিতি ছিল দুই লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকা। তবে বৈধ ঋণসেবার বাইরে জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত ও সহজে ঋণ পাওয়ার যে চাহিদা রয়েছে, সেটিকেই কাজে লাগাচ্ছে অননুমোদিত অ্যাপগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান যথার্থই বলেছেন, 'অ্যাপভিত্তিক ঋণ প্রতারণা ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা। এ ধরনের প্রতারণা থেকে বাঁচতে সবকিছুর আগে সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে।' আমরা মনে করি, এই যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার আরো নিরাপদ ও গ্রাহকবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যেসব অ্যাপের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে, অভিযোগগুলো অবশ্যই খতিয়ে দেখা দরকার, অপরাধ প্রমাণিত হলে সেগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করাই যুক্তিযুক্ত। একই সঙ্গে অননুমোদিত অ্যাপগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সরকার ভুল পথে গেলে

নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। শুক্রবার সাংগঠনিক সফরে লক্ষ্মীপুরে এসে চকবাজার জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে তিনি এসব কথা বলেন। সারজিস আলম বলেন, 'সরকারকে লাইনে রাখার জন্য, সরকারের যৌক্তিক সমালোচনা করার জন্য ছায়া মন্ত্রিসভার মতো যেকোনো প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কারণ দিনশেষে সরকার যদি ঠিক পথে না থাকে, তাহলে শুধু সরকার বা বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব, বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সারজিস আলম বলেন, সরকারের ছয় মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব ব্যর্থতা রয়েছে, এনসিপি সেগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। সারজিস আলম আরও বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় যে ধরনের অগ্রাধিকার ছিল, এখন তা নেই বা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন মামলার তদন্ত কার্যক্রম বা আইসিটি কার্যক্রম যত দ্রুতগতিতে চলছিল, এখন তা দেখছি না। এটাই সত্য। সরকারের ছয় মাসে যেসব জায়গায় ব্যর্থতা হয়েছে, সেগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।' এনসিপি বিরোধী দল হিসেবে সংসদে, রাজপথে ও সব জায়গায় সরকারকে প্রশ্ন করা, যেকোনো ধরনের ব্যর্থতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং বুক চিতিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও জানান সারজিস আলম। এ সময় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সরকার ফ্যাসিজমের দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে সে পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছি। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে দলীয় ইউনিট সভাপতিদের সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ও বিএনপিসহ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেছিলাম। সেখানে উল্লেখ ছিল, নির্বাচিত সরকার ১৮০ দিনের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা এখন জুলাই সনদকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। সেপ্টেম্বরে ১৮০ দিন পূর্ণ হবে। আমরা আশা করবো, সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন অধিবেশন ডেকে সে সনদকে বাস্তবায়ন করবে। অন্যথায়, আমরা এদেশের জনগণকে নিয়ে সনদ বাস্তবায়নে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেবো। তিনি বলেন, সরকার সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ করে যাচ্ছে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদসহ সব উন্নয়ন ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হচ্ছে। এটা অসাংবিধানিক। আজকে যদি, দেশে কোনো দলীয় সরকার না থাকতো তাহলে প্রশাসক নিয়োগটা বৈধতা ছিল। কিন্তু এখন দলীয় নির্বাচিত সরকার রয়েছে, তারা এটা পারে না। সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন দিয়ে জনপ্রতিনিধির নির্বাচন করার সুযোগ দিলে জনগণের ভোগান্তি কমবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে জামায়াতের সেক্রেটারি বলেন, এদেশে সব বিষয়ক একজন মন্ত্রী রয়েছে। তিনি সব মন্ত্রণালয় নিয়ে কথা বলেন। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলকে ছোট করে তিনি বক্তব্য রাখেন। অথচ, তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিকে তার খেয়াল নেই। সরকারের উদ্দেশ্যে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরা দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি না। সব দিকে শুধু সরকার দলীয় লোকদের মারামারি দেখতে পাচ্ছি। দেশে উন্নয়নের বৈষম্য চলছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যের আসনে সুষম বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, নির্বাচিত সংসদ সদস্য তার এলাকায় সব উন্নয়ন করবে, উদ্বোধন করবে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকার বিরোধীদলের সংসদ সদস্যের এলাকায় সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদেরকে দারোয়ান হিসেবে উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব দিয়েছে। যা বেমানান। এতে করে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের আরও খাটো করা হচ্ছে। সরকারকে উদ্দেশ্য করে পরওয়ার আরও বলেন, বিরোধী দলের ১৩ জন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য রয়েছে। তাহলে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের এলাকায় আমাদের নারী সংসদ সদস্যদেরকে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হোক।

আইসিজের মামলায় স্বেচ্ছা তহবিলে

গাম্বিয়ার করা মামলার জন্য গঠিত স্বেচ্ছা তহবিলে অবদান রাখতে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির ২৩তম বিশেষ কাউন্সিল অব ফরেন মিনিস্টার্সের (সিএফএম) বৈঠকে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। হুমায়ুন কবির, ওআইসির নবনির্বাচিত মহাসচিব ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদকে অভিনন্দন জানান এবং তার মেয়াদকালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ওআইসি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তঃসরকারি সংস্থা হিসেবে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি, বিদায়ী মহাসচিবের অবদানের প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, নতুন মহাসচিব আগের মেয়াদে অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নেবেন। বক্তব্যে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অটুট সমর্থনের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি ন্যায়সঙ্গত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পক্ষে, যা দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সহাবস্থান করবে। রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির ওআইসি সদস্য দেশগুলোর প্রতি মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার বিষয়ে গাম্বিয়ার আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) করা মামলার জন্য গঠিত স্বেচ্ছা তহবিলে অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানান। এ সময়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি (পিজিএ) হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালিলুর রহমানের নির্বাচনে সমর্থন দেওয়ার জন্য ওআইসি সদস্য দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

আইন পেশায় সফলতা পেতে

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইউএপির ল' গ্র্যাজুয়েটদের সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। আইনমন্ত্রী বলেন, 'আইনজীবী হিসেবে সফল হতে হলে শুধু অর্থের পেছনে না ছুটে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে। দুর্নীতি কিংবা কোনো ধরনের শর্টকাট অবলম্বন করে দ্রুত বড়লোক হওয়ার চেষ্টা না করে মেধা, সততা, নৈতিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে একজন আদর্শ আইনজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট পরীক্ষা পদ্ধতিকে স্বচ্ছ ও কঠোর করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনজীবী হিসেবে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনজীবী হিসেবে সনদ পেয়েছেন, তারা কারও দয়া বা অনুকম্পায় নয়, নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই এ অবস্থানে এসেছেন।' নবীন আইনজীবীদের উদ্দেশে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় কোনো ধরনের নেপোটিজমের সুযোগ নেই। এমনকি এনরোলমেন্ট কমিটির সদস্যদের সন্তানদেরও পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার নজির রয়েছে। তাই নবীন আইনজীবীদের নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার প্রতি আস্থা রেখে পেশাগত জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। আইন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শুরুতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কর্মজীবনের শুরুতে কাজ ও পারিশ্রমিক কম থাকলেও ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিধি ও পারিশ্রমিকও বাড়বে। তাই পেশাগত জীবনের শুরুতেই অর্থের পেছনে না ছুটে নিজেকে যোগ্য আইনজীবী হিসেবে গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।' আইনমন্ত্রী আইনজীবীদের পেশাগত নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'দুর্নীতি বা শর্টকাটের পথ অবলম্বন করে দ্রুত অর্থবিত্ত অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। মেধা, সততা, নীতি-নৈতিকতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই একজন আইনজীবীকে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হবে।' তিনি ক্লায়েন্টের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'ক্লায়েন্ট ইজ এ ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং পেশার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।' আইনমন্ত্রী আরও বলেন, 'একজন আইনজীবীর দায়িত্ব শুধু অর্থের বিনিময়ে মামলা পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসহায় ও দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করাও আইনজীবীদের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব।' তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালিত মামলার পাশাপাশি অসহায় মানুষের কিছু মামলা বিনামূল্যে পরিচালনার চেষ্টা করার আহ্বান জানান। নিজের আইনজীবী জীবনের একটি ঘটনা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'আইনজীবীদের সবকিছু অর্থের মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও আইনজীবীদের ভূমিকা রাখতে হবে।' নবীন আইনজীবীদের নিয়মিত পড়াশোনা ও আইনচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আইন পেশায় প্রতিদিন শেখার সুযোগ রয়েছে। যত বেশি পড়াশোনা করা হবে, তত বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। বিশেষ করে ভালো ড্রাফটিংসহ পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য আইনজীবীদের নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে।' তিনি বলেন, দেশে বিপুলসংখ্যক আইনজীবী থাকলেও তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। আইন পেশাকে আরও মর্যাদাপূর্ণ ও দক্ষতাভিত্তিক পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিশ্বনবী সা. গোটা মানবজাতির জন্য

সুধীজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দলীয় নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে রাসুল (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও সমাজ সংস্কারের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেন, "৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আল-কুরআন নাজিলের মাধ্যমে তিনি এমন এক ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়েছিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনই আমাদের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় পথ।" কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মহানবীর (সা.) চরিত্রকে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সেই আলোকে নিজেদের চরিত্র ও জীবন গঠন করলেই কেবল পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।" সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য ও সাবেক জেলা আমির অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ আলম, আন্তর্জাতিক মুফাসসির কুরআন ও জামালী তালীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়েখ মাওলানা জামাল উদ্দীন, পটুয়াখালী বায়তুল আমান জামে মসজিদের খতিব মাওলানা জাকির হোসাইন আজমী। ?সমাবেশে উপস্থিত অন্য বক্তারাও তাঁদের বক্তব্যে ব্যক্তি, পরিবার ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীররাতে

সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান, আকিব, রবিনসহ বেশকিছু ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরও কিছু শিক্ষার্থীরা ছিলেন বলে জানাগেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বুধবার রাতে ভোলা রোডে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাহি ইসলাম শুমনের সাথে কথা কাটাকাটি হয় ছাত্রদল সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান সিফাতের। সিফাত রাত ১১টার দিকে ফের ৮-১০ জনকে সাথে নিয়ে শুমনের রুমে যায়। ঐসময় রুমে শুমন উপস্থিত ছিলেন না পরে শুমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে রাত দুইটার দিকে ছাত্রদল সভাপতির নেতৃত্বে শেরে বাংলা হলের নিচে মীমাংসায় বসলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাহি ইসলাম শুমন বলেন, বুধবার রাতে ভোলা রোডে একটি বিষয় নিয়ে সোহানুর রহমান সিফাতের সাথে বাকবিতন্ডা হয়। পরেরদিন সকালে দু'জনকে নিয়ে বসে ঐটা মীমাংসার জন্য বলে ছাত্রদল সভাপতি মোশাররফ হোসেন। কিন্তু সিফাত সকালে উপস্থিত না হয়ে রাত ১১টার দিকে ৮-১০ জনকে নিয়ে হলে আমার রুমে চলে যায় সিফাত। আমি তখন হলে ছিলাম না আমার রুমমেটদের বলে রাহি কোথায় ওরে মিষ্টি খাওয়াবো। বিষয়টি নিয়ে আমি ছাত্রদল সভাপতিকে বললে উনিসহ আমার বিভাগের এক সিনিয়র নিয়ে শেরে বাংলা হলের নিচে বসি মীমাংসার জন্য এসময় ছাত্রদলের রবীন সিফাত আকিব এরা আমার উপর উত্তেজিত হয়। পরে সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু শিক্ষার্থী উপস্থিত হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানান, শেরে বাংলা হলের নিচে রাত ২টার দিকে চিল্লাপাল্লা শোনা যায়। এসময় কয়েকজনকে উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করতেও শোনা যাচ্ছিলো। এসময় ছাত্রদল সহ-সভাপতি রবিন ও সোহানুর রহমান সিফাতকে বেশি উত্তেজিত দেখা যায় বলে জানান তারা। একপর্যায়ে ছাত্রদল সভাপতির প্রতি উত্তেজিত হতে দেখা যায় সোহানুর রহমান সিফাতকে। অভিযুক্ত ছাত্রদল সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান সিফাতকে একাধিকবার মুঠোফোনে একাধিকবার কল করেও তাকে পাওয়া যায় নি। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল সভাপতি মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, "এটা রাজনৈতিক কোনো বিষয় না। নবম ব্যাচের ওদের নিজেদের মধ্য ব্যক্তিগত একটি ঝামেলা হয়েছিলো। বিষয়টি নিজেরা আবার মিমাংসা করে নিয়েছে, এটা সমাধান হয়েছে।" শেরে বাংলা হলের প্রভোস্ট ড. আবদুল আলিম বছির বলেন, "আমি ঘটনা শুনেছি ক্যাম্পাসে এসে উভয়পক্ষকে নিয়ে বসবো বিষয়টি সমাধানের জন্য।"

বরিশাল বিভাগীয় কমিটি গঠন

বরিশাল সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক মৌমিতা বিনতে মিজানের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পলাশপুর সানমুন কিন্ডারগার্টেনের পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোকসেদুর রহমান। মতবিনিময় সভায় বক্তারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অবদান তুলে ধরেন। একই সাথে তারা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুইবছরের জন্য বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের 'বরিশাল বিভাগীয় কমিটি' গঠন করা হয়। পলাশপুর সানমুন কিন্ডারগার্টেনের পরিচালক মো. মনিরুজ্জামানকে সভাপতি, বরিশাল সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক মো.তাজুল ইসলামকে সাধারন সম্পাদক, বরিশাল সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক মো. আরিফুল ইসলামকে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। শেষে নবনির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং সংগঠনের হাতকে শক্তিশালী করতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন স্হান থেকে আগত কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাবুগঞ্জে অ্যাম্বুলেন্স-প্রাইভেটকার

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে থাকা আহতদের উদ্ধার করতে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। এ সময় মহাসড়ক দিয়ে বরিশালের দিকে যাচ্ছিল ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। তারাও স্থানীয়দের সঙ্গে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। পরে আহত চারজনকে উদ্ধার করে দ্রুত বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগীর স্বজন বেলায়েত হোসেন বলেন, আমার অসুস্থ আম্মাকে চিকিৎসার জন্য বরিশাল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের চালক বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। দ্রুতগতিতে স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা দেওয়ার পর গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেটকারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে আমার আম্মা ও আমার বোন গুরুতর আহত হয়েছেন। আমিও বুকের ওপর প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি। অপরদিকে প্রাইভেটকারের চালক মুস্তাকিম বলেন, ঢাকা থেকে বরিশালের রূপাতলীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটি বিপরীত পাশ থেকে এসে আমার গাড়ির সামনে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা জানান, সংঘর্ষের শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দুর্ঘটনায় মহাসড়কের ওই অংশে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। প্রাথমিকভাবে আহতদের পরিচয় ও বিস্তারিত চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের

করীম বলেন, 'আপনারা এখানে ১৩ দফা দাবি পেশ করেছেন। আমি বলব, ১৩-১৪ দফা লাগবে না, এক দফাই যথেষ্ট।' এক দফা দাবি তথা দুর্নীতি বন্ধের দাবির কথা উল্লেখ করেন তিনি। রেজাউল করীমের মতে, বাংলাদেশের সিংহভাগ টাকা দুর্নীতিবাজদের কারণে বিদেশে পাচার হয়। দুর্নীতি বন্ধ হলে শিক্ষকদের জাতীয়করণই নয় শুধু, আরও অনেক কিছু দেওয়া সম্ভব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেন, '৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-পরবর্তী আমাদের যে পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল, কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় নাই। আমরা দেখছি, সব জায়গায় সেই আগের সিস্টেমই চলছে, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও অবনতি হয়েছে।' বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা সব সময় একটা নিরাপত্তাহীনতায় থাকেন বলে মন্তব্য করেন গাজী আতাউর। তিনি এটিকে দেশের জন্য অকল্যাণকর বলেও উল্লেখ করেন। ইসলামী আন্দোলনের এ নেতার অভিযোগ, বর্তমান সরকার এনটিআরসিএর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করে দিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করার চেষ্টা করছে। তাঁর ভাষায়, এটা হলো সব ক্ষেত্রে তাদের দলীয়করণের একধরনের মনোবৃত্তি, যার এটি বহিঃপ্রকাশ। তারা সবকিছুই আজকে দলীয়করণ করছে, এমনকি সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত তারা দলীয় লোক নিয়োগ দিচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে বিভিন্ন জায়গায় তারা দলীয় লোকদের বসাচ্ছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় শিক্ষক ফোরামের উপদেষ্টা অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব শেখ ফজলে বারী মাসউদ, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক নাছির উদ্দিন খান, মহাসচিব মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিনসহ অনেকে।

টিকটক থেকে প্রেম, ১২ লাখ

মেয়াদও। নতুন কাজ না থাকায় আয়-রোজগার বন্ধ। এমনকি দেশে ফেরার বিমান টিকিট কেনার টাকাও নেই। পরিবারও ধারদেনায় জর্জরিত হওয়ায় তাঁকে অর্থ সহায়তা করতে পারছে না। ফলে দেশে ফেরার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন এই প্রবাসী। মোস্তাক আহমেদ মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চরবাটামারা গ্রামের বাসিন্দা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতিতে দেশে ফেরেন মোস্তাক। পরে ২০২২ সালে আবার সৌদি আরবে যান তিনি। সেখানে এক প্রবাসী বাংলাদেশীর সঙ্গে অংশীদারত্বে একটি খাবারের হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। ২০২৩ সালে টিকটকে 'নুসরাত সেতু' নামে এক নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ওই নারী নিজেকে নার্সিংয়ের ছাত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এবং একপর্যায়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোস্তাকের অভিযোগ, পরিচয়ের পর থেকেই নুসরাত বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে তাঁর কাছে টাকা চাইতে থাকেন। কখনো পরিবারের অসহায়ত্ব, কখনো নিজের পড়াশোনা, আবার কখনো স্বজনের অসুস্থতার কথা বলে টাকা নিতেন তিনি। নার্সিং পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পাওয়ার পর সব টাকা ফেরত দেবেন এবং তাঁকে বিয়ে করবেন এমন আশ্বাসও দেওয়া হতো। এসব কথায় বিশ্বাস করে গত প্রায় তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে ধাপে ধাপে প্রায় ১২ লাখ টাকা পাঠান মোস্তাক। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই নারীর দেওয়া একটি বিকাশ অ্যাকাউন্টে এসব টাকা পাঠানো হয়। তবে গত প্রায় এক মাস ধরে নুসরাত সেতুর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জার সব মাধ্যমেই যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে বলে দাবি মোস্তাকের। মোস্তাকের স্ত্রী লিলি বেগম জানান, 'অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কের তিনি আমাদের সংসারে টাকা দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দেন। বাধ্য হয়ে ধারদেনা করে সংসার চালিয়েছি। এখন শুনছি, ওই নারীও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজ না থাকায় মোস্তাক দেশে ফিরতে চান এবং বাড়ি থেকে টাকা পাঠাতে বলেন। কিন্তু আমরা নিজেরাই যেখানে কষ্টে আছি, সেখানে সৌদিতে তাঁর জন্য টাকা পাঠানোও সম্ভব হচ্ছে না।' মোস্তাকের পরিবারের অভিযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁকে আবেগ ও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। হারানো অর্থ ফেরত পাওয়ার পাশাপাশি জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা এবং সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চেয়েছেন মোস্তাক আহমেদ। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশেষ করে টিকটক, ফেসবুক ও ইমোর মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রবাসীদের হানিট্র্যাপে ফেলার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। আবেগ ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভুয়া পরিচয় কিংবা অন্যের ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। তিনি আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচয়ের পর আবেগের বশে বা যাচাই-বাছাই ছাড়া আর্থিক লেনদেন করা উচিত নয়। ওই পরিবারটির কাছে টাকা পাঠানোর প্রমাণ থাকলে তাঁরা সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে পারেন।

আমতলীতে নদীর পাড়ের

অ্যাডনোচ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী। অভিযোগ রয়েছে ২০ নং প্যাকজের ২৫০ মিটার নদী ভাঙ্গণের ব্লক নির্মাণ করতে অ্যাডনোচ বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড গত ১৫ আগষ্ট সিলেট থেকে জাহাজে করে ১২ হাজার ঘণফুট পাথর আনে। ওই পাথর ব্লক নির্মাণ এলাকা আড়পাঙ্গাশিয়ায় তুলে রাখা হয়। স্থানীয় রাকিবুল ইসলাম ও লুৎফর হোসেন অভিযোগ করেন ১২ হাজার ঘণফুট পাথর এনে স্তুপ করে রাখা হয়েছে। ওই পাথর ব্যবহৃত। পাথরের গায়ে সিমেন্টের আস্তর রয়েছে। ব্যবহৃত পাথর দিয়ে ব্লক নির্মাণ করা হলে তা টিকবে না। দ্রুত এ ব্লক অপসারণ করে ভালো পাথর আনার দাবী তাদের। শুক্রবার সরেজমিনে ঘুরে দেখাগেছে, আড়পাঙ্গাশিয়া নদীর পাড়ে পাথরের স্তুপ করে রাখা হয়েছে। ওই পাথরের গায়ে সিমেন্টের আস্তর। অন্য কাজের ব্যবহৃত পাথর এনে রাখা হয়েছে ব্লক নির্মাণে। অ্যাডনোচ বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড ম্যানেজার মোঃ বদিরুজ্জামান বলেন, এ পাথর পানি উন্নয়ন বোর্ড রিজেক্ট করে দিয়েছেন। বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়ার্ড এসিট্যান্ট মোঃ আশিকুর রহমান বলেন, আমাকে কোম্পানীর লোকজন জাহাজ থেকে পাথার আনলোডের ভিডিও পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেমন পাথর তা আমার জানা নেই। তিনি আরো বলেন, অ্যাডনোচ বাংলাদেশ কোম্পানী গত দুই বছরে ২০ হাজার ব্লক নির্মাণ করেছেন। এখন অনেক ব্লক নির্মাণ বাকী আছে। বরগুনা পানি উন্নয়ন নির্বাহী প্রকৌশলী হান্নান প্রধান বলেন, ব্লক নির্মাণে ব্যবহৃত পাথর আনার বিষয়টি জেনেছি। ওই পাথর ল্যাব টেষ্টে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। টেষ্টে পাথরের গুণগত মান না থাকলে ওই পাথর দিয়ে ব্লক নির্মাণ করতে দেয়া হবে না।

হামের উপসর্গ নিয়ে

পাঁচজন মারা গেছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৯ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৮৬১ জনের প্রাণ গেছে। এছাড়া নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৭০ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ১১০ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ৩৫ হাজার ৪৭৩ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ ৩০ হাজার ৪৫৭ জন।

নতুন দায়িত্বে উপদেষ্টা

নির্বাচনী এলাকার নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তাকে নতুন দুটি দায়িত্ব প্রদান করায় নেতাকর্মীদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই তাকে (স্বপন) শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

৩১ অবৈধ অ্যাপে

পরবর্তী সময়ে ঋণ আদায়ের নামে গ্রাহকদের ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের হুমকি এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মতো অভিযোগও রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও আর্থিক নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে। বিএফআইইউ বলেছে, বাংলাদেশে ঋণ প্রদান একটি নিয়ন্ত্রিত আর্থিক কার্যক্রম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন এবং প্রচলিত আইন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো অনুসরণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। এ ধরনের অননুমোদিত ঋণ কার্যক্রমে প্রতারণা, আর্থিক অপরাধ ও মানিলন্ডারিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে ঋণের প্রলোভনে অপরিচিত কোনো অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মে জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক হিসাবের তথ্য, ব্যক্তিগত ছবি, মোবাইলের যোগাযোগ তালিকা কিংবা অন্য কোনো সংবেদনশীল তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিএফআইইউ। ঋণ দেওয়ার আগে অগ্রিম টাকা, নিবন্ধন ফি বা প্রসেসিং ফি দাবি করা হলেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিএফআইইউর নজরে আসা ৩১ অবৈধ বা অননুমোদিত ঋণদাতা অ্যাপগুলোর মধ্যে রয়েছে- সাথী লোন, পপক্যাশ, ফিনক্যাশ, কুইক লোন, কুইক টাকা, ঢাকা ফিন, লোনভাইব, দোস্ত লোন, টাকা ক্যাশ লোন, কেওয়নজা লোন, এসএসএইচ মানি, লোনবাড়ি, সাথি লোন, ক্যাশহোরা, আলো ক্যাশ, ফাস্ট লোন, ইজি টাকা, ধৈর্য লোন, ফিন ডট ডু, বঙ্গক্যাশ, আশা লোন, সুবিধা লোন, স্মার্ট লোন বিডি, অনলাইন লোন বিডি, সিটি অনলাইন লোন, বিডি সহজ লোন, ক্যাশ লোন, সোনালী, লোনহাট ও টাকানাও। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, অননুমোদিত এসব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রতারিত হলে কিংবা এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গ্রুপ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানা থাকলে বিএফআইইউ-এর কাছে অভিযোগ করা যাবে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় এ ধরনের কার্যক্রম থেকে সবাইকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাটি।

ব্যবসায়ীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

পরে তাকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করে স্থানীয়রা গ্রাম পুলিশের জিম্মায় দিতে চান। তবে, গ্রাম পুলিশ তাকে জিম্মায় নিতে রাজি হয়নি। এ সময় স্থানীয় ব্যবসায়ী জুয়েল রমনীকে জিম্মায় নিতে আগ্রহী হন। এ নিয়ে জুয়েলের সঙ্গে বানাতী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রুবেল হাওলাদারের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে রুবেল ও জুয়েল পক্ষের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে শুক্রবার ফের উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। জুয়েল অভিযোগ করেন, রমনীর কাছে টাকা পেতাম। যখন তারা সালিশে বসেন, আমি টাকার জন্য সেখানে যাই। এ সময় দেখি রমনীকে কেউ জিম্মায় নিতে চাচ্ছে না; তখন আমি তাকে জিম্মায় নিতে আগ্রহী হই। এ সময় রুবেলের সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। সকালে তারা ফের সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। বানাতি বাজার ব্যবসা সমিতির সভাপতি রুবেল হাওলাদার বলেন, গত রাতে জুয়েল আমাকে ব্যাপক মারধর করেছে। ভয়ে হাসপাতালে এসেও চিকিৎসা নিতে পারিনি। সকালে তারা আবার হামলা চালিয়েছে। আমি এ ঘটনার বিচার দাবি করছি। বানাতী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা হেমায়েদ উদ্দিন হিরন বলেন, পুরো ঘটনার বিচার না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য দোকানপাট বন্ধ থাকবে। কলাপাড়া থানার ওসি জুয়েল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমতলীতে নিষিদ্ধ সংগঠন

৩২৩/৩২৬/৩০৭ এবং এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট-১৯০৮ এর ৩এ/৬ ধারায় অভিযোগ রয়েছে। আমতলী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দের প্রক্রিয়া চলছে।

খানাখন্দে চলাচলের অযোগ্য

কর্মকর্তাদের ভাষ্য, বরাদ্দ না আসায় তারা সড়কগুলো মেরামত করতে পারছেন না। এসব সড়কের মধ্যে পড়েছে সদর উপজেলার বাঁশবুনিয়া-চালিতাতলী, গর্জনবুনিয়া-বাবুগঞ্জ, কাঁঠালতলী-নলী বাজার, বৈকালিন বাজার-আয়লা, বরগুনা-কালিরতবক, আমতলী উপজেলার ঘোপখালী-চরকগাছিয়া বাজার সড়ক, পঁচাকোড়ালীয়া-চান্দখালী, ছোটবগী-তালতলী সড়ক। আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়কের কচুপাত্রা এলাকায় গত ১৬ আগস্ট পাওয়া যায় অটোরিকশা চালক মো. রুবেল হোসেনকে। দিনে তাঁর আয় ৫০০-৭০০ টাকা। রুবেল বলেন, 'রাস্তার যে অবস্থা, তাতে গাড়ি চালাইলে প্রত্যেক দিন হারা (মেরামত) লাগে। হ্যাতে (তাতে) গাড়ি চালাইয়া যা পাই, তা গাড়ি হারতেই শেষ হইয়া যায়। ঘরে টাকা-পয়সা নেওয়ার মতো কিছু থাহে না।' এলজিইডির অধীনে বরগুনা জেলায় কাঁচাপাকা সড়ক রয়েছে সাত হাজার ৫৬১ কিলোমিটার। এর মধ্যে এক হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার পাকা। ৪৭১ কিলোমিটার আধাপাকা। পাকা এক হাজার ৪৯৫ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে অন্তত ৫০০ কিলোমিটার সড়কজুড়ে খানাখন্দ রয়েছে। এসব সড়কের দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন অন্তত ২৫০ কোটি টাকা। অথচ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জেলার সড়ক সংস্কারে এলজিইডির হাতে আছে মাত্র ১২ কোটি টাকা। এ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মাত্র ৪ দশমিক ৮০ ভাগ সড়ক মেরামত করা সম্ভব। আমতলী উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. দুলাল মিয়ার ভাষ্য, বছরের পর বছর রাস্তায় খানাখন্দ হয়ে পড়ে থাকলেও এলজিইডি কোনো পদক্ষেপ নেয় না। আবার কখনও সংস্কার করলেও তা দায়সারাভাবে করে। বছর যেতে না যেতেই এসব সড়ক আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বরগুনা জেলা নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন কামাল বলেন, এসব সড়ক দিয়ে কোনো মানুষ নিয়মিত যাতায়াত করলে অসুস্থ হওয়া যাওয়া ছাড়া তাঁর উপায় নেই। তাঁর দাবি, উপকূলীয় জেলা হিসেবে এসব সড়ক সংস্কারে সরকারকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। অন্যথায় মানুষের দুর্ভোগ কোনোভাবেই কমবে না। বরগুনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান খান বলেন, তিন বছর পরপর পাকা সড়কগুলো সংস্কারের প্রয়োজন। সে অনুযায়ী জেলার দেড় হাজার কিলোমিটার সড়কের অন্তত ৫০০ কিলোমিটার সড়কের সংস্কার জরুরি। এতে টাকার প্রয়োজন অন্তত ২৫০ কোটি। কিন্তু ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বরগুনা জেলায় সড়ক সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৮ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করতে হবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কাজের। বাকি ১২ কোটি টাকা দিয়ে যতটুকু সম্ভব সড়ক সংস্কারের আশ্বাস দেন তিনি। এই কর্মকর্তা আরও বলেন, সড়ক মেরামতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি বরাদ্দ চেয়ে চিঠি দিয়েছেন।

সড়কের মাঝেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। তবে ভবনটির মালিক মাওলানা আব্দুল হকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও রেকর্ড যথাযথ না থাকায় তিনি সে সময় সড়ক বিভাগের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি বা গ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে সড়ক বিভাগ ভবনটি অপসারণের উদ্যোগ নিলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই কচুয়াকাঠী বেইলি ব্রিজের স্থলে আধুনিক পাকা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সেতু নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং সম্প্রতি নতুন সেতুর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে। সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে ভবন মালিকের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। মানবিক দিক বিবেচনায় ভবনটি অপসারণের জন্য তাঁকে ১৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তবে ওই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হননি। ভবন অপসারণ বন্ধে তিনি পুনরায় আদালতে আপিল করেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। মামলাটি বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। কাউখালী উপজেলা বিএনপির নেতা গিয়াসউদ্দিন অলি বলেন, ভবনটি অপসারণ না হওয়ায় নতুন সেতুর কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিষয়টি সমাধানে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। তবে ভবন মালিক তাতে সম্মত না হয়ে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহনের চালকেরা জানান, বেইলি ব্রিজের উত্তর পাশে অ্যাপ্রোচ সড়কের একটি অংশজুড়ে ভবনটি থাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহন সহজে দেখা যায় না। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এ কারণে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকি বেড়ে যায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক অটোশ্রমিক নেতা বলেন, ভবনটির কারণে সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জননিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা প্রয়োজন। পিরোজপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাসেল বলেন, সম্প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আহমেদ সোহেল মনজুর কচুয়াকাঠী এলাকায় নতুন ব্রিজ নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেছেন। পরিত্যক্ত ভবনের মালিকের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্রিজ নির্মাণে বর্তমানে কোনো বাধা নেই। তবে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করতে হলে ভবনটি অপসারণ করা প্রয়োজন। জনদুর্ভোগের বিষয়টি ভবন মালিক বুঝবেন এবং ভবন অপসারণে সহযোগিতা করবেন বলে আশা করছেন তিনি। এদিকে ভবনটির মালিকের বক্তব্য এবং মামলার বর্তমান অবস্থার বিষয়ে তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। কাউখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম আহসান কবির বলেন, মানুষের জীবন ও সড়ক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পরিত্যক্ত ভবনটি অপসারণে সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত সমস্যাটির সমাধান হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, মামলার শুনানির সময় জনস্বার্থ, সড়ক নিরাপত্তা এবং চলমান উন্নয়নকাজের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আইনানুগ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে কচুয়াকাঠী এলাকায় নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যান চলাচল নিশ্চিত করবে।

২০৩০-এ বিশ্বের ৩২তম অর্থনীতি হবে

১০ ট্রিলিয়ন ডলার। আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালে বৃহৎ অর্থনীতির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান হবে ৩২তম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে যাবে। যদি বর্তমান বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি দাঁড়াবে ৬৭৭ বিলিয়ন ডলারে। আইএমএফের পূর্বাভাসে আফগানিস্তান, বলিভিয়া, কিউবা, ইরিত্রিয়া, লেবানন, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার তথ্য নেই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৩০ সালে তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতির স্থানের ক্ষেত্রে ভারত ও জার্মানি একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকবে। ওই সময় জার্মানির জিডিপি থাকবে ৬ দশমিক ১৭৮ ট্রিলিয়ন ডলার। অপরদিকে ভারতের থাকবে ৬ দশমিক ১৭৩ ডলার। অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার। আর বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ভারত জার্মানিকে নমিনাল জিডিপিতে ছাড়িয়ে যাবে। এশিয়ার মধ্যে চীন ও ভারতের পর জাপানের অবস্থান হবে তৃতীয়। তাদের জিডিপি থাকবে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এরপর যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া (২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার) ও ইন্দোনেশিয়া (২.১ ট্রিলিয়ন ডলার)। জাপান এক সময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে চীন এবং ২০২৪ সালে জার্মানি তাদের ছাড়িয়ে যায়। যেসব দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেশি তাদের বৃহৎ অর্থনীতি বলা হয়। একটি দেশের ভেতরে এক বছরে মোট যত পণ্য ও সেবা তৈরি হয় তার আর্থিক মূল্য হলো জিডিপি।

নেপালে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি

করা হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন ১ হাজার ৪৭৩ জন। এরআগে নেপালের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা ৫৩৮ জনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানিয়েছিল। বর্তমানে বন্যাকবলিত অঞ্চলে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন ৪ হাজার ৪৭৩ পুলিশ সদস্য। এছাড়া সেনাবাহিনীর সদস্যরাও সেখানে আছেন। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা ৯৭৭ জন নিখোঁজ থাকার তথ্য দিয়েছে। যারমধ্যে ৫১৭ জনই হলেন বিদেশি। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, পুলিশ ও দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা মৃতের সংখ্যা আলাদা আলাদা তথ্য দিচ্ছে। গত বুধবার সকালে হঠাৎ করে রাসুয়ার দিকে ধেয়ে আসে আকস্মিক ঢল। এ সময় সেখানে ত্রিশূলি এবং নারায়নি নদীর পানি বেড়ে যায়। আর ভোটকোশি নদীর পানি ফুলেফেঁপে ওঠে। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা পানিতে যুক্ত হয় ভূমিধসের কাদামাটি, পাথর। এই বানের শক্তি এতই বেশি ছিল যে এটি তার পথে থাকা সবধরনের অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘরবাড়ি, সেতু, গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি- সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এটি। নেপালের পাশাপাশি চীনের স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল তিব্বতও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে অন্তত ৩০০ জন মানুষ নিখোঁজ আছেন। চীন তিব্বতে তিনজনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল। এরপর নতুন করে আর হতাহতের তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভয়াবহ ওই বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

ইসরায়েলি হামলায় নববধূ নিহত

মৃত্যুর একটি বড় সংখ্যা প্রয়োজন হয়; যেমন-গাজা উপত্যকায় ৭৩ হাজার মৃত্যু। তবে, ইসরায়েলি নৃশংসতার কিছু একক ঘটনা মানুষের বিবিকের কাছে প্রশ্ন রেখে যায়। এমন দুটি ঘটনা নিয়ে এই সংবাদ- দক্ষিণ লেবাননের আরবসালিমে একটি আবাসিক বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় সাজা শারারা নামে এক নববধূ নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, হামলার মাত্র দুই দিন আগে তার বিয়ে হয়েছিল। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) আরবসালিমের আবাসিক এলাকায় একাধিক বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। পরে নাবাতিয়েহ আল-ফাওকার ওপরও হামলা চালানো হয়। আরবসালিমের মেয়র আলি হাসান জানান, একটি ইসরায়েলি হামলায় আবাসিক ভবনে আঘাত হানলে ওই তরুণী নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন। এদিকে, দক্ষিণ লেবাননের আরবসালিম, নাবাতিয়েহ আল-ফাওকা, আল-মানসুরি ও আলি আল-তাহের উচ্চভূমিসহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। ইসরায়েলি বাহিনী কয়েকটি শহরে গোলাবর্ষণের পাশাপাশি বিস্ফোরক ও অগ্নিসংযোগকারী পদার্থ নিক্ষেপ এবং বিভিন্ন এলাকায় অভিযান ও তল্লাশি চালিয়েছে। জেরুজালেম শহরের কাছে মাউন্ট জায়নে অবস্থিত খ্রিস্টান ও ইহুদিদের একটি পবিত্র স্থান সেনাকল। ঠিক তার বাইরে ৪৮ বছর বয়সি ফরাসি এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন বাসিন্দা ইয়োনা শ্রাইবার। ওই নারীকে মাটিতে ফেলে মাথায় লাথি মারেন শ্রাইবার। শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ওই নারীকে চিকিৎসা নিতে হয়। এ হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দার ঝড় ওঠে এবং শ্রাইবার আটক হন। কিন্তু মানসিক কারণ দেখিয়ে ইসরায়েলি আদালত ইয়োনা শ্রাইবারকে অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে। অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইহুদি উগ্রপন্থিদের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের ওপর হামলার ক্রমবর্ধমান ঘটনার অংশ হিসেবেও এটিকে দেখা হচ্ছে।

মুলাদীতে ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত

২০২১ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৭৪/১৭ নম্বর মামলায় কামালকে ৭ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন আদালত। সাজা ঘোষণার পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুলাদী থানা-পুলিশের একটি বিশেষ দল চরবাটামারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে মুলাদী থানার ওসি খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে প্রেরণের আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গাবখান নদীর তীব্র ভাঙ্গন

গাবখান নদীর থেকে পার্শ্ববর্তী নগর খাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার ভাঙনের কবলে চলে গেছে। এরই মধ্যে নদীতীরবর্তী ৫০ টিরও বেশি পরিবার ও মৌলভী বাড়ি জামে মসজিদ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। প্রতিদিনই নদীর পাড় ভেঙে বসতভিটার দিকে এগিয়ে আসছে পানি। ভাঙন রোধ না করা গেলে ঘরবাড়ি, মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তাই জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্কাস সিকদার, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান তাপুসহ স্থানীয় ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই নদী ভাঙন একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাবখান নদীর এই অংশে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে বহু পরিবার তাদের বসতভিটা হারাতে পারেন। এ অবস্থায় ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বোর্ড,স্থানীয় সংসদ সদস্যর সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে

ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চালাতে হয়। তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে থাকেন। একই সঙ্গে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দিন দিন যানবাহনের চাপ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। এই অবস্থায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চালক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দায়িত্ব পালনকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনা এড়াতে চালকদের ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেক থেকে বিরত থাকা, সড়কের নির্দেশনা ও ট্রাফিক সিগন্যাল যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং নির্ধারিত গতিসীমার মধ্যে গাড়ি চালাতে হবে। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং অসতর্ক ও বেপরোয়া গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। তাহলেই ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

মাদক সেবনের সরঞ্জাম

ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বাদশা গাজীর কাছ থেকে দুটি ইয়াবা ট্যাবলেট, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম ও দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পরে রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিফাত আরা মৌরি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে বাদশা গাজীকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা মৌরি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেশি দামে সার বিক্রির দায়ে

অফিসার কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁদ মামলা পরিচালনার জন্য সকালে কৃষক পাঠিয়ে সার ক্রয় করান। তাতে দেখা যায় তিন জন সার বিক্রেতা (বিসিআইসি মেইন ডিলার ও ২ জন খুচরা ডিলার) সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশীদামে সার বিক্রি করে। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহাগ মিলু, উপজেলা কৃষি অফিসার মো: মিলন ও ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানের মো: জামাল হোসেনের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন, এই ধরনের অভিযান চলমান রয়েছে, যাতে কৃষক ন্যায্য মূল্যে সার পায়।আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

চরফ্যাসনের যুবকের ঝুলন্ত

ঘটে। স্থানীয় চকিদার ফারুক জানান, হান্নান বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে প্রায় ২০/২৫ দিন আগে তাকে বরিশাল হাসপাতাল থেকে অপারেশন করে আনা হয়। এতে তার রোগ নিয়ন্ত্রন না হওয়া এবং সে অনেক টাকার দেনা হয়ে পড়ে। এতে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। ঘটনার রাতে সে তিন সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকলের অজান্তে বৃহসস্পতিবারের রাতে নিজ বাড়ির অদূরে নাজিমের স্ব-মিলের পাশে গাছের সংগে গলায় ফাঁস দেয়। স্থানীয়রা দেখে পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। শশীভূষন থানা অফিসার ইনচার্জ জানান, স্থানীয় চকিদার সংবাদ দিলে লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ পোষ্ট মর্টেমে না পাঠিয়ে পরিবারের জিম্মায় দেয়া হয়েছে।

বেতাগীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, বছরখানেক আগে সোলায়মান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের বাবা ওহাব আলী মোল্লা বললেন, সোলায়মান ঘরে বিদ্যুতের ফ্যান চালু করতে গিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবে ছেলেকে হারাতে হবে, তা ভাবিনি। বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার ডা. রুহুল আমিন বললেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বেতাগী থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হারুন-অর-রশিদ বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

উজিরপুরে ৭ কোটি টাকায় নির্মিত

কাজে লাগছে না। ব্রিজের দুইপাশে রত্নপুর সড়ক ও শোলক বাজারের সড়কের জমির মালিক আব্দুর রব হাওলাদার অভিযোগ করে বলেন ওই ব্রীজটির দু পশে জমির মালিক তিনি ব্রীজটি নির্মাণের সময় তার জমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণ করতে দেবেন না বলে জানালে প্রকৌশলী সুব্রত রায় বলেছেন সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ করে নেবেন। তবে ব্রজিটি নির্মাণ হওয়ার পর রুপ বদলে যায় প্রকৌশলী সুব্রত রায়ের। জমির মালিকদের কোনো ক্ষতিপূরন দিতে রাজি নয় উল্টো তাদের মামলা দেয়ার হুমকিসহ নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন মহলের প্রশ্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে একজন প্রকৌশলী কিভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে পারেন? নিয়ম অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে জমি ব্যবহারের পথ তৈরি করা হলে তা সাধারণ মানুষের সম্পত্তির অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। স্থানীয়রা বলছেন, উন্নয়নের নামে কারও জমি দখল করার সুযোগ নেই। সরকারি প্রকল্প হলেও জমির মালিকের অধিকার ও আইনানুগ প্রক্রিয়া মানতেই হবে। এ ঘটনায় আরও প্রশ্ন উঠেছে, সেতু নির্মাণের সময় সংযোগ সড়কের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কেন যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। এখন সেই ঘাটতির দায় কি সাধারণ জমির মালিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? স্থানীয়দের দাবি,সংযোগ সড়ক নির্মাণের আগে প্রকল্পের নকশা, জমির দাগ-খতিয়ান, মালিকানা এবং অধিগ্রহণসংক্রান্ত সব নথি প্রকাশ্যে যাচাই করা হোক। পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে কাজ শুরু না করার দাবি জানিয়েছেন তারা। তাদের অভিযোগ, বিষয়টি দ্রুত তদন্ত না করলে পরবর্তীতে জমির মালিকদের সঙ্গে বড় ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। তাই জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সরেজমিন তদন্তে দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। আভিযুক্ত সুব্রত রায় বলেন সরকারি খাস জমির উপর রাস্তা নির্মাণ করা হবে, তার বিরুদ্ধে করা আভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি।

বাকেরগঞ্জে সড়কে মৃত্যু

বিভিন্ন অংশ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত একটি অংশে সড়কের একাংশ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। সূত্রে জানা যায়, কাটাদিয়া বাজার একটি সরকারি হাট। ফলে সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ চলাচল করেন। সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে তাদের ভোগান্তি দিন দিন বাড়ছে। এদিকে, চরামদ্দি ইউনিয়নের কাটাদিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের সমস্যাও রয়েছে। রাঙামাটি নদীর ভাঙনে অতীতে রাস্তা, বাজার ও বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক নথিতে কাটাদিয়া বাজার ও আশপাশের এলাকায় রাঙামাটি নদীর ভাঙন প্রতিরোধে অর্থ বরাদ্দের আবেদন থাকার তথ্যও পাওয়া গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীভাঙনের কারণে সড়কের কোনো কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে শুধু সড়ক সংস্কার করলেই স্থায়ী সমাধান হবে না। নদীভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলো টেকসইভাবে সংস্কার করা জরুরি। এলাকাবাসী দ্রুত সড়কটি সরেজমিন পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কার, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদীভাঙন রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বর্ষা মৌসুমে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ আরও বড় হয়ে চরামদ্দি ও কাটাদিয়া এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। উপজেলা প্রকৌশলী হাসনাইন আহমেদ জানান, সরেজমিনে তদন্ত করে রাস্তা মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তারেক রহমানের জন্য

গণঅভ্যুত্থানে শত শত বিক্ষোভকারী নিহত হন ও হাসিনা পালিয়ে ভারতে চলে যান। এরপর প্রফেসর ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক দ্রুততার সঙ্গে অবনতি ঘটে। ভারত এখন মনে করে তারেক রহমানের সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনর্গঠনে সহায়তা করবে। কিন্তু ভারতে হাসিনার উপস্থিতি বিষয়টি কঠিন করে দিচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানে মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ড দিয়েছে হাসিনাকে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তাকে ভারতের কাছে ফেরত চেয়েছে। তারেক রহমানের সফরের আগে বাংলাদেশ শর্ত দিয়েছে হাসিনাকে ফেরত দিতে হবে এবং সফরের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করবে। ভারত জানিয়েছে, তারা বিষয়টি বিবেচনা করছে। বিবিসি আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের নতুন সরকারের দারস্থ হয়েছে। তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠাকিভাবে সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় দূত দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দীনেশ ত্রিবেদী পরবর্তীতে জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যদি ভারত সফর করেন তাহলে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান এবং স্মরণীয় অভ্যর্থনা জানানো হবে। ভারত সাধারণত কোনো প্রতিবেশী দেশের নেতার সফরের জন্য প্রকাশ্যে এমন উদ্দীপনা প্রদর্শন করে না। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম স্মরণ বলেছেন, হাসিনাকে ফেরত দেওয়া ছাড়া সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারত অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকার কঠোর অবস্থানের কারণে ভারত হয়ত এখন কিছুটা হতাশ হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের কিছু চাহিদা ভারত পূরণ করেছে। যারমধ্যে আছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, মেডিকেল ভিসা প্রদান। এরসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পুনরায় শুরুর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেগুলোও ভারত নিয়েছে বলে দাবি তার। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় যেসব রাজ্য আছে সেগুলোতে যাতায়াত সহজ করতে বাংলাদেশকে ভারতের প্রয়োজন আছে। হাসিনার ১৫ বছরের শাসনে দুই দেশের সরকার রাস্তা, রেল এবং বন্দরের পরিধি বাড়িয়েছে। এছাড়া সীমান্তবর্তী যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আছে সেগুলোকে নিবৃত করার ক্ষেত্রেও হাসিনা ভারতকে সহায়তা করেছেন। তবে হাসিনার সঙ্গে ভারতের গভীর সম্পর্ক সমালোচনাও তৈরি করে। সমালোচকরা বলেন, হাসিনার সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য ভারত বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে উপেক্ষা করেছে। এখন হাসিনা যেহেতু ভারতে আছেন তাই ভারতের সঙ্গে সেসব বিষয়ের দ্বন্দ্বগুলো এখনো রয়ে গেছে। এরমধ্যে গত ৫ আগস্ট হাসিনা দিল্লির অল ইন্ডিয়া প্রেসক্লাবে প্রকাশ্যে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করার পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। যার প্রভাব পড়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য সফরে।

উজিরপুরের সাতলার বিলে

হয়ে বিলটি ওঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, যা দেখতে প্রতিদিন ভিড় করেন হাজারো দর্শনার্থী। ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে বিলের বুক চিরে এগিয়ে চলার সময় দুপাশে শাপলার সারি মুগ্ধ করে তাদের। নৌকার বৈঠার ছলাৎছল শব্দের সঙ্গে শাপলার দোল খাওয়া দৃশ্য যেন প্রকৃতির নিজস্ব সংগীত। 'মনে হচ্ছে রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছি' ঢাকা থেকে পরিবার নিয়ে সাতলার বিল দেখতে আসা পর্যটক সাইফুল ইসলাম বলেন, 'ছবিতে সাতলার শাপলার বিল দেখেছি; কিন্তু এর সৌন্দর্য যে এতটা অসাধারণ, তা এখানে না এলে বুঝতাম না। চারদিকে শুধু শাপলা আর শাপলা। মনে হচ্ছে রূপকথার কোনো রাজ্যে চলে এসেছি। তবে নৌকা ভাড়া বেশি ।' বরিশাল থেকে আসা দর্শনার্থী তানজিলা আক্তার বলেন, 'সকালে নৌকায় করে বিলের মধ্যে ঘুরেছি। পানির ওপর লাল শাপলা, চারদিকে সবুজ আর মাথার ওপর নীল আকাশ সব মিলিয়ে অসাধারণ লাগছে। এমন পরিবেশে এলে শহরের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি মুহূর্তেই ভুলে যাওয়া যায়।' আরেক দর্শনার্থী রাকিব হাসান বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাতলার শাপলার অনেক ছবি দেখেছি। তাই বন্ধুদের নিয়ে দেখতে এসেছি। বাস্তবে সৌন্দর্য আরও বেশি। পর্যটকদের জন্য ভালো ঘাট, বসার জায়গা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নৌকার ব্যবস্থা করা হলে এখানে আরও বেশি মানুষ আসবেন।' শাপলার মৌসুমে জমে ওঠে নৌকাভ্রমণ স্থানীয়রা জানান, প্রতি বছর জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিলে শাপলা ফুটলেও আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এর সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত শাপলা থাকে সতেজ ও প্রস্ফুটিত। তাই সূর্য ওঠার আগেই অনেক দর্শনার্থী বিলের পাড়ে এসে ভিড় করেন। স্থানীয় নৌকার মাঝি আবদুল কাদের বলেন, 'শাপলা ফুটলে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। নৌকায় করে তাদের বিল ঘুরিয়ে দেখাই। এই কয়েক মাস আমাদের বাড়তি আয় হয়।' শুধু সৌন্দর্য নয়, জীবিকারও উৎস সাতলার বিলের শাপলা স্থানীয় মানুষের জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। অনেকেই বিল থেকে শাপলা সংগ্রহ করে স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করেন। জাতীয় ফুল শাপলা শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, এটি স্থানীয় মানুষের খাদ্য ও আয়েরও একটি উৎস। স্থানীয় প্রবীণদের ভাষ্য, বহু বছর ধরে সাতলার জলাভূমিতে লাল, নীল ও সাদা শাপলা ফুটে আসছে। তবে লাল শাপলার আধিক্যই সবচেয়ে বেশি। প্রতিবছর শাপলা ফোটার মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দর্শনার্থীরা এখানে ছুটে আসেন। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ সাতলার শাপলার বিলকে ঘিরে পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা। দর্শনার্থীদের নৌকায় ওঠানামার জন্য ঘাট, অবকাশযাপনের জন্য বাংলো, রাস্তাঘাট সংস্কার ও শৌচাগার নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলী সুজা বলেন, 'সাতলার লাল শাপলার বিল উজিরপুরের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান। এর সৌন্দর্য আমাকে বিমোহিত করেছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে পর্যটনকেন্দ্রটির আরও উন্নয়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ২৯ আগস্ট ২০২৬ ॥ ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩

ইসরায়েলি হামলায় নববধূ নিহত খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনীর কপালে লাথি!

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইসরায়েলি নির্যাতন-হামলা প্রতিদিন ঘটলেও তা সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রাত্যহিক আয়োজনে স্থান পায় না। এর মূল কারণ, ব্যক্তিভেদে কিছু ঘটনার গুরুত্ব কম আবার কিছু গল্পের কাটতি কম। তাই, সংবাদ হওয়ার জন্য কখনো কখনো ৩ এর পাতায় দেখুন

নেপালে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৪৭

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নেপালের রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ বন্যার পর হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে প্রতি মুহূর্তে উদ্ধার করা হচ্ছে মৃতদেহ। নেপালের পুলিশ সর্বশেষ তথ্যে জানিয়েছে, বন্যাকবলিত বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৪৭টি মরদেহ উদ্ধার ৩ এর পাতায় দেখুন

উজিরপুরে ৭ কোটি টাকায় নির্মিত সেতুতে মই দিয়ে ওঠা-নামা

উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুড়া-শোলক সড়কে সেতু নির্মাণ কাজ দেড় বছর আগে সম্পন্ন হয়। তবে সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতুটি আকেজ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সংযোগ সড়ক নির্মাণকে ঘিরে উঠেছে নানা অভিযোগ। বিশেষ করে সড়কের জমি অধিগ্রহণের আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহারের তোড়জোড় করছেন উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী সুব্রত রায়। স্থানীয় জমির মালিকদের অভিযোগ, সংযোগ সড়কের জন্য তাদের জমি প্রয়োজন হলেও এখন পর্যন্ত যথাযথ ভাবে জমি অধিগ্রহন ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি। ব্যাক্তি মালিকানাধীন জমির ওপর দিয়ে সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে জমির মালিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ ও আতঙ্ক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বিশ্ব ব্যাংকের অর্থয়নে ৬ কোটি ৮৩ লক্ষ৩৯ হাজার ৫৩৫ টাকা ব্যায়ে নির্মিত সেতুটি সাধারন মানুষের কোন ৩ এর পাতায় দেখুন

২০৩০-এ বিশ্বের ৩২তম অর্থনীতি হবে বাংলাদেশ, ছাড়াবে মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ডকে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

২০৩০ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এবং তখন বাংলাদেশ বিশ্বের ৩২তম বৃহৎ অর্থনীতি হবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এক পূর্বাভাসে এমন তথ্য মিলেছে। আইএমএফের পূর্বাভাসের বরাত দিয়ে কানাডার 'ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট' বিশ্বের সবগুলো দেশের ২০৩০ সালের 'ইকোনোমিক আউটলুকের' মিনিমাল জিডিপির তথ্য উল্লেখ করেছে। সেই অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমান সময়ের মতো ২০৩০ সালের বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির শীর্ষ দেশ থাকবে যুক্তরাষ্ট্র (৩৭.৭ ট্রিলিয়ন), চীন (২৬ ট্রিলিয়ন) এবং জার্মানি (৬ ট্রিলিয়ন)। এই তিন বৃহৎ অর্থনীতি মিলে ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে যোগ করবে আরও ৩ এর পাতায় দেখুন

খানাখন্দে চলাচলের অযোগ্য আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরগুনার আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়কের দৈর্ঘ্য ৩৮ কিলোমিটার। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগে এই সড়ক ছাড়া তালতলী উপজেলাবাসীর বিকল্প পথ নেই। এ ছাড়াও জেলা শহর ও আমতলী উপজেলা শহরগামী হাজারো মানুষ নিয়মিত এই সড়ক ব্যবহার করেন। কিন্তু সড়কটির প্রায় ২২ কিলোমিটার অংশের পিচ-খোয়া উঠে গেছে। এখানে-ওখানে গর্ত। এসব গর্তে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে থাকে। তালতলীবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সড়কটি সংস্কার বা নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। জানা গেছে, জেলায় এলজিইডির আওতাধীন পাকা সড়কের মধ্যে প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের অবস্থা একই যা মোট পাকা সড়কের এক-তৃতীয়াংশ। পিচ-খোয়া উঠে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এলজিইডি ৩ এর পাতায় দেখুন

১৩ লাখ টাকার প্রস্তাবেও সরছে না ভবন

সড়কের মাঝেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন কাউখালীতে আটকে আছে সেতুর কাজ

কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালী-স্বরূপকাঠী-গড়িয়ার পার-বরিশাল আঞ্চলিক সড়কের কচুয়াকাঠী এলাকায় সড়কের ওপর থাকা পুরোনো ও পরিত্যক্ত একটি ভবন নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন পথচারী ও যানবাহনের চালকেরা। ভবনটি অপসারণ না হওয়ায় সড়কের ওই অংশ সরু হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে কচুয়াকাঠী বেইলি ব্রিজের স্থলে নতুন সেতু নির্মাণের কাজও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভবনটির কারণে সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে দৃষ্টিসীমা কমে গেছে। বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহন আগে থেকে দেখা যায় না। ফলে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। ব্যস্ত এই আঞ্চলিক সড়কে দ্রুত ভবনটির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৮০-এর দশকে ওই এলাকায় সড়ক নির্মাণের সময় বিভিন্ন জমির মালিককে ৩ এর পাতায় দেখুন

বেশি দামে সার বিক্রির দায়ে তিন ডিলারকে জরিমানা

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বাউফলে বগা বন্দর বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে সার বিক্রি করায় তিনজন সার ডিলারকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়। শুক্রবার সকালে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় মেসার্স আখিঁ এন্টার প্রাইজকে ১০,০০০ টাকা, মেসার্স হারুন স্টোরকে ২০০০ টাকা ও কবির হোসেনকে ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। উপজেলা কৃষি ৩ এর পাতায় দেখুন

বেতাগীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবক নিহত

বেতাগী প্রতিনিধি

বরগুনার বেতাগীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. সোলায়মান (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বেতাগী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লা বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোলায়মান ওই এলাকার ওহাব আলী মোল্লার ছেলে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে সোলায়মান নিজ ঘরে বিদ্যুতের ফ্যান চালানোর সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

বাকেরগঞ্জে সড়কে মৃত্যু ফাঁদ, চরম জনদুর্ভোগ

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরামদ্দি ইউনিয়নের চরামদ্দি বাজার টু কাটাদিয়া বাজারের সংযোগ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সড়কের বিভিন্ন অংশে পিচ ও খোয়া উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। কোথাও কোথাও সড়কের নিচের মাটি সরে গিয়ে ধসের সৃষ্টি হয়েছে। এতে যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ার পাশাপাশি চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানান, চরামদ্দি ও কাটাদিয়া এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনের জন্য সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সড়কের ৩ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দুই কর্মী গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরগুনার আমতলী উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দুই সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার ২৮ আগস্ট ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার পৃথক দুটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- আমতলী উপজেলা ছাত্রলীগের কর্মী মো. সাগর মাহমুদ নিশান (২৩) ও মো. রাকিবুল ইসলাম গাজী (২৮)। নিশান হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের মো. মিজানুর রহমানের ছেলে। গাজী চাওড়া ইউনিয়নের চাওড়া চলাভাঙ্গা এলাকার মৃত নুরুজ্জামান গাজীর ছেলে। আমতলী থানা পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত ২টা ২০ মিনিটে নিশানকে এবং রাত ৩টা ১৫ মিনিটে গাজীকে নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেফতারকৃতরা আমতলীর বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ সংগঠনের মিছিলে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তারা ২০২৫ সালের ৭ অক্টোবর আমতলী থানায় দায়ের করা একটি নাশকতা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। মামলাটিতে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট-১৯৭৪ এর ১৫(৩)/২৫(ডি), দণ্ডবিধির ৩ এর পাতায় দেখুন

বাক প্রতিবন্ধী এক নারীকে শ্লীলতাহানি

ব্যবসায়ীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য দোকানপাট বন্ধ

কলাপাড়া প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাক প্রতিবন্ধী এক নারীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের বানাতী বাজারে দ্বিতীয় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটনা ঘটে। এর আগে, গত রাতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাজারের রমনীর সেলুনের সামনে দিয়ে বাক প্রতিবন্ধী এক নারী হেটে যাচ্ছিলেন। এ সময় রমনী ওই নারীর হাত টান দিয়ে সেলুনে ঢোকান এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি অন্যান্য ব্যবসায়ীরা দেখে ফেলেন এবং রাত ১০টার দিকে মীমাংসার জন্য বসেন। ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও দেশি অস্ত্রসহ যুবক আটক

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দুটি ইয়াবা ট্যাবলেট, মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও দেশি অস্ত্রসহ বাদশা গাজী (২৩) নামের এক যুবককে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাতে উপজেলার নাপিতের হাটের পশ্চিম পাশে মতি হোসেন গাজীর বসতঘরে অভিযান চালিয়ে বাদশা গাজীকে আটক করা হয়। তিনি ওই এলাকার মতি হোসেন গাজীর ছেলে। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ৩ এর পাতায় দেখুন

চরফ্যাসনের যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চরফ্যাসন প্রতিনিধি

উপজেলার শশীভূষন থানাধীন জাহানপুর আট কপাটে ভেড়ির ঢেলে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে শশীভূষণ থানা পুলিশ। তার নাম আঃ হান্নান (২৮)। সে ওই এলাকার দিল মোহাম্মদ মিস্ত্রীর ছেলে। শুক্রবার ২৮ আগস্ট সকালে জাহাননপুর ৭ নং ওয়ার্ড নিজ বাড়ির সংলগ্ন ভেড়ির ঢেলে নাজিমের স্ব-মিলের পাশে এ ঘটনা ৩ এর পাতায় দেখুন

গাবখান নদীর তীব্র ভাঙন রোধের দাবিতে মানববন্ধন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির গাবখান নদীর তীব্র ভাঙ্গন থেকে ঘরবাড়ি ও মসজিদ রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গাবখান নদীর তীব্র ভাঙনে অর্ধশতাধিক পরিবার ও একটি জামে মসজিদ হুমকির মুখে পড়েছে। দ্রুত ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে শহরের গাবখান ব্রিজের উত্তর পাশ এলাকায় এ মানববন্ধন করে এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ৩ এর পাতায় দেখুন

মুলাদীতে ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদীতে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ও পরোয়ানাভুক্ত কামাল হোসেন ব্যাপারী (৩৪) নামের এক পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা-পুলিশ। শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চরবাটামারা গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কামাল মুলাদী উপজেলার চরবাটামারা গ্রামের মৃত ওয়াহেদ বেপারী ছেলে। ঢাকার হাজারীবাগ থানায় ২০১৭ সালে করা একটি অস্ত্র ও ডাকাতি মামলার আসামি তিনি। ওই মামলায় ৩ এর পাতায় দেখুন

পদ্মা সেতু চালুর পর

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ৫৪৮ সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ১৪৭

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ৫৪৮টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৮৭৪ জন আহত ও ১৪৭ জন নিহত হয়েছেন বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়। মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিন থেকে ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়া টোল প্লাজা থেকে ধলেশ্বরী টোল প্লাজা পর্যন্ত এলাকায় মোট ৫৪৮টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ১৪৭ জন নিহত ও ৮৭৪ জন আহত হয়েছেন। সফিকুল ইসলাম আরও জানান, এই মহাসড়কে এসব দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটারদের অত্যন্ত ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

প্রধান সম্পাদক: মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com